Funded by
the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

নাগরিক সম্মেলন ২০২১

গণতান্ত্রিক সুশাসন ও স্থানীয় উন্নয়ন: তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা

ঢাকাঃ ১১ মার্চ, ২০২১

সমান্তরাল অধিবেশন ১

সামাজিক নিরীক্ষা

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দূর্যোগে সরকারী বিশেষ মানবিক খাদ্য সহায়তা (জিআর চাউল)

সিবিও প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষিরা, জামালপুর, পিরোজপুর জেলার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত

সূচি

- ভূমিকা
- তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

ভূমিকা

- বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজি’র অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।
- এই প্রকল্পের আওতায় এসজিডি’র ১৭ টি অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৮ টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করছে এবং এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে সমন্বিত কর্মকৌশল প্রয়োজন।
- বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান বিশেষ করে যুব কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এবং সকলেই তা স্বীকার করে।

ভূমিকা

- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি ও অক্সফ্যাম ইন্‌ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় "গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ", শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানবর্ধন, সাংগঠনিক এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনসম্প্রদায়ের এসডিজি সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রদানকৃত সেবার মাঝে জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত সেবা প্রদান, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে। তাই সার্বিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত সামাজিক জবাবদিহিতা টুল হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) টুলটি নির্বাচন করা হয়েছে
- সামাজিক নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় এবং জাতীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন অর্থায়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর, সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- এছাড়াও, এটি নাগরিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি সেবামূলক কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ করে দেয়।

সামাজিক নিরীক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে সরকারী বিশেষ মানবিক খাদ্য সহায়তা (জিআর চাউল) কার্যক্রম নিবার্চন করার কারন:

- ❑ সামাজিক নিরীক্ষার এলাকা হিসেবে সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষিরা, জামালপুর, পিরোজপুরকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারন এই জেলা সমূহে করোনার অতিমারী প্রভাবে অতিদরিদ্র মানুষ কর্মহীন হয় ও খদ্য সংকটে ভোগে।
- ❑ সরকারী বিশেষ মানবিক খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিত করা
- ❑ খাদ্য সহায়তার চাহিদা, পর্যাপ্ততা, কার্যকারিতা ও গুনগতমান সম্পর্কে জানা ও সরকারী সেবা সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান করা
- ❑ এসডিজির অন্তর্গত অভীষ্ট লক্ষ ক্ষুধা মুক্ত ও দারিদ্র্য বিলোপ, অসমতা হ্রাস সহ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা।

এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরীক্ষার বিষয়বস্তু হিসবে সরকারী বিশেষ মানবিক খাদ্য সহায়তা (জিআর চাউল) কার্যক্রম নিবার্চন করা হয়েছে।

তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহকৃত এলাকা সমূহ:

সিরাজগঞ্জ (চৌহালী ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা):

পিরোজপুর (ইন্দুরকানী উপজেলা):

সাতক্ষিরা (শ্যামনগর উপজেলা):

জামালপুর (বকশিগঞ্জ উপজেলা):

- উক্ত প্রতিটি জেলায় ১০০ জন সেবা গ্রহণকারী, ০৮ জন সেবা প্রদানকারী ও ১২ জন সুশীল সমাজের প্রতিনিধির নিকট খাদ্য সহায়তা কর্মসূচীর বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। উক্ত চার জেলায় মোট উত্তর দাতার সংখ্যা ৪৮০ জন

- উত্তর দাতা হিসেবে সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা ট্যাগ অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, পিআইও, সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ইউপি সচিব প্রমুখ ছিলেন।

পর্যবেক্ষণসমূহ

পর্যবেক্ষণসমূহ

- করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দূর্যোগে সরকারী বিশেষ মানবিক সহায়তা হিসাবে জিআর চাউল স্বল্প পরিষরে হলেও এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- কিছু কিছু এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন মাইকিং এর মাধ্যমে জিআর চাউল সেবা সম্পর্কিত প্রচারণা চালিয়েছে।
- জিআর চাউল সুষ্ঠভাবে বিতরণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অত্যান্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে।
- সেবা গ্রহণকারীদের সুবিধার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়াও বিভিন্ন স্থান হতে জিআর চাউল বিতরণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় প্রশাসনের সুষ্ঠু ব্যব্যস্থাপনার কারণে উপকারভোগীরা কোন প্রকার হয়রানী ছাড়াই জি আর চাউল সহায়তা পেয়েছে, এতে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় নি ;
- বিতরণকৃত চাউলের মান ভাল ছিল, কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
- খাদ্য বিতরণের সময় স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়েছিল এবং খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রেন আইন শৃংখলা ভাল ছিল ।

পর্যবেক্ষণসমূহ

- **খাদ্য সেবা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের ঘাটতি ছিল।** তালিকা তৈরী ও বিতরণের সময় প্রচারণা সকল এলাকায় ব্যপক ভাবে হয়নি। পরিবার প্রতি মোট কত কেজি করে জিআর চাউল বরাদ্দ ছিল সেটা সম্বন্ধে সেবা গ্রহণকারীরা অবগত ছিল না। যেমন সিরাজগঞ্জ জেলায় কেউ ১০ কেজি করে চাল পেয়েছে আবার কেউ ২০ কেজি করেও পেয়েছে।
- **সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার ও তথ্যের ঘাটতি ছিল।** কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি। অবার অনেকেই জানেননা সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানদন্ড কি এবং ঠিক কি ভাবে তার নাম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।
- জনপ্রতিনিধিদের স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিকতার কারণে **সুবিধাভোগী নির্বাচনে কিছু বৈষম্য দেখা গেছে।**
- খাদ্য সেবা পাওয়ার জন্যে নির্ধারিত **হটলাইন নম্বর (৩৩৩) সম্পর্কে** প্রকৃত সুবিধাপ্রত্যাশীদের **অনেকেরই ধারণা নেই** এবং এখনও **সচেতন নন।**

পর্যবেক্ষণসমূহ

- **চাহিদার তুলনায় বরাদ্ধ অপর্যাপ্ত ছিল।** উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক সামগ্রিক চাহিদার প্রেক্ষিতে সঠিক বিভাজনে ঘাটতি ছিল।
- খাদ্যসেবা গ্রহণের জন্য **দীর্ঘ্য সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে** এবং পুরো এক দিন এর পিছনে অতিবাহিত করতে হয়েছে।
- খাদ্য সেবা বিতরণের সময় প্রশাসন ও উর্ধ্বতন কতৃর্পক্ষের নজরদারী সব এলাকাতে সমভাবে ছিল না।
- অনেকেই জানেননা কি ভাবে বা কার কাছে খাদ্য সহায়তা বিতরণে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করা যাবে
- অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের জন্য দৃশ্যমান কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সুপারিশসমূহ

সুপারিশসমূহ

- সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারী সেবা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
- তৃণমূল পর্যায় থেকে সঠিক চাহিদা নিরূপন এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ের দারিদ্রের হার, জনসংখ্যা, বেকারত্বের হার ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।
- সরকারী ভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৃত উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি পূনার্ঙ্গ ডাটাবেস তৈরি করতে হবে যাতে স্থানীয় পরিস্থিতির আলোকে ত্রাণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হয়।
- উপকারভোগীদের তালিকা তৈরীতে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি,সামাজিক সংগঠন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এনজিওদের অন্তর্ভুক্ত করা।
- শুধু জিআর নয়, সকল অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা প্রয়োজন।

সুপারিশসমূহ

- করোনাকালীন সময়ে যারা কর্মসংস্থান হারিয়েছেন তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে জোর দেয়া প্রয়োজন;
- শুধু চাউল নয়, এর সাথে শিশু খাদ্য, দুগ্ধবতী মা দের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- পূর্বে থেকে তালিকা গ্রামবাসীকে অবহিত করা এবং বিতরণ তারিখ মাইকিং করা;
- খাদ্য সেবা সহ অন্যান্ন সরকারী সেবার প্রাপ্যতা বিষয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
- উপকারভোগীদের স্বালম্বী করার জন্য কর্মসূচির নীতিমালার অলোকে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- সর্বোপরি সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে;

ধন্যবাদ